সম্পাদকীয়

সুধী,

বাঙালি বৈদ্য সমাজ যাদবপুর এর সূচনা ২০১৫ সালের ২০ জুন হয়েছিল "ফেসবুক" গ্রুপ এর মাধ্যমে। আজ সাড়ে তিন বছরের সময়কাল অতিবাহিত। সারা দুনিয়ার প্রায় ১৬০০০ বৈদ্যবন্ধুরা আমাদের এই গ্রুপের মাধ্যমে একত্রিত হয়েছেন। আর এই ১৬০০০ মানুষের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আমরা এগিয়ে চলেছি মানবকল্যানের আদর্শকে পাথেয় করে। যদিও সদস্যপদ "বৈদ্য"দের (জন্ম / বিবাহসূত্রে) মধ্যেই সীমিত, তবুও জাতি-ধর্ম ব্যাতিরেকে, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং তারই প্রতিফলন হিসেবে আজ অতি স্বল্পসময়েই "বৈদ্যরা কম্যুনাল" আখ্যার পরিবর্তে "সমাজসেবী" হিসেবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫০০ দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি তাদের প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা, পড়াশোনা, নতুন জামাকাপড়, খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থার মাধ্যমে। গত আর্থিক বছরে (২০১৭-২০১৮) আমরা পয়লা বৈশাখ, দুর্গাপুজা (এবং এই বছর জগদ্ধাত্রী পূজা) উপলক্ষে প্রায় ৩০০ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছি নতুন বস্ত্র। দায়িত্ব নিয়েছি ৬ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর সারা বছরের পড়াশোনার খরচ চালানোর। বিভিন্ন উৎসবের সময়ে দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সাথে আনন্দ করার সাথে সাথে তাদের মুখে তুলে দিতে পেরেছি অন্তত এক বেলার খাবার। বই – খাতা – পেন – পেনসিল – জুতো – মোজা – রেনকোট – ছাতা – স্কুল ব্যাগ – জলের বোতল ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছে শ পাঁচেক দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। ব্লাড ক্যান্সার নামক মারণ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তিথি আইচ এবং রুপ্রিয় সেনগুপ্তর হাতে তুলে দিয়েছি যথাক্রমে ১৯,০০০ এবং ৫১,০০০ টাকার আর্থিক অনুদান। বোলপুরের দারন্দা গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছি কম্বল, মধ্যপ্রদেশের (অমরকন্টক) মা সারদা কন্যা বিদ্যালয়ের ৫৫ জন ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছে শীতবস্ত্র। আয়োজন করেছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ইত্যাদির। দোল উৎসব, দীপাবলি অথবা বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনাথ / দুঃস্থ শিশুদের সাথে সেই উৎসব পালন করা, ক্যান্সার নামক মারণ ব্যাধির সচেতনতা শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা, বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ ও সহায়তা ইত্যাদি সহ প্রায় সবরকম সমাজসেবামূলক কাজেই আজ অন্যান্যদের তুলনায় এগিয়ে **বাঙালি বৈদ্য সমাজ যাদবপুর**।

সমাজসেবামূলক সমস্ত কাজে আমরা যেমন আর্থিক সাহায্য পাই বিশ্বব্যাপী বৈদ্যদের থেকে, তেমনই এগিয়ে আসেন অনেক অবৈদ্য বন্ধুরাও। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পাওয়া আর্থিক অনুদানের তালিকা ইতিমধ্যেই আমরা তুলে দিয়েছি আমাদের ওয়েবসাইটে। আর *উক্ত কর্মকান্ড এবং স্বচ্ছতার কারণেই* "কম্যুনাল" বৈদ্য সমাজও ইতিমধ্যে ১২এএ সার্টিফিকেট পেয়েছে ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ থেকে এবং অগ্রণী হয়েছে ৮০জি সার্টিফিকেট অর্জনের পথে। আর সেক্ষেত্রে, আগামী আর্থিকবর্ষে **বাঙালি বৈদ্য সমাজ যাদবপুর** কে করা সকল অনুদান আওতাভুক্ত হয়ে যাবে আয়কর ছাড়ের।

আমাদের সদস্যপদ যাঁরা গ্রহণ করেছেন / করবেন, তাঁদের জন্য ইতিমধ্যেই বিশেষ ছাড়ের সুযোগের ব্যবস্থা করেছি দক্ষিণ কোলকাতার আইরিশ হাসপাতাল, মধ্যমগ্রামে রোমালিন্ডা ডায়াগনস্টিক ও মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ও ব্যারাকপুরের সিটি হাসপাতাল থেকে। আর পাকা কথা হয়ে আছে দমদমের আইএলএস হাসপাতাল, তেঘরিয়ার স্পন্দন হাসপাতালের সাথে। এছাড়া দীঘা এবং পুরীতে হোটেল বুকিংএ আমাদের সদস্যদের জন্য বিশেষ (৪০% পর্যন্ত)ছাড়ের সুযোগ ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে।

দেশে – বিদেশে আমাদের সদস্যরা ছড়িয়ে থাকার কারণেই ইচ্ছা থাকলেও দুরত্বের কারণেই অনেকেই আমাদের সদস্যপদ নিতে পারেন না অথবা আমরা সকলের কাছে পৌঁছতে পারি না। অনেকে কোনোক্রমে সদস্যপদ গ্রহণ করলেও তার রিনুয়াল বা মেনটেন করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। তাই অনলাইন পোর্টাল এর মাধ্যমে **মেম্বারশিপ ম্যানেজমেন্ট** এবং **বৈদ্য ম্যাট্রিমোনি** এর সফটওয়্যার যথাশীঘ্র সম্ভব চালু করতে হবে যার আনুমানিক খরচ ৩৫-৪০ হাজার টাকা হলেও, আমার অনুমান আমরা অনলাইন সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে বেশীরভাগেই সদস্যদের মধ্যে খুব সহজে উক্ত সুবিধা ছড়িয়ে দিতে পারব এবং যত বেশী সদস্যপদ গৃহীত হবে, আমাদের ততই আর্থিক এবং সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি হবে। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হলে আমরা আরো বেশী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো। প্রয়োজনে আমাদের সদস্যদের পড়াশোনা / চিকিৎসা / ব্যবসায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবো। অতএব উক্ত ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে সম্মতিপ্রদান একান্ত কাম্য।

আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতা ছেড়ে বিভিন্ন জেলায় আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিস্তার শুরু করেছি। আগামী দিনে দুনিয়ার সকল বৈদ্যদের এক ছাতার নীচে আনার লক্ষ্যে

আমরা বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েছি ইতিমধ্যেই। বৈধ সদস্যপদের সংখ্যা খাতায়কলমে অতি নগণ্য হলেও সময় বিশেষে বিশ্বব্যাপী (অনলাইন) বেশ কিছু সদস্যদের সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি। আর বেশীরভাগ সদস্য এগিয়ে এলে এবং সকলে সদস্যপদ গ্রহণ করলে আমাদের শক্তি ১০গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা সেই সম্মিলিত শক্তির সঠিক ব্যবহার করে দাঁড়াতে পারবো বিশ্বব্যাপী মানুষের সাহায্যার্থে।

এপর্যন্ত আমরা বেশিরভাগ সমাজসেবামূলক কাজই পরোক্ষভাবে করছি কোন না কোন সংগঠনের হাত ধরে, তাঁদের সংগঠনের কর্মকান্ডকে বাস্তবায়িত করতে। আর ঠিক সেই কারণেই আমরা কিছুটা হলেও পিছিয়ে আছি অনুদানের তালিকায়। তা সে সরকারি হোক বা ব্যাক্তিগত। **বাঙালি বৈদ্য সমাজের** সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার প্রস্তাব, যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিজস্ব কোন ঠিকানায় বৃদ্ধাশ্রম / অনাথাশ্রম / দুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা / কোচিং সেন্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

বৈদ্য সমাজ অবশ্যই বৈদ্যদের হিতের জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র বৈদ্যদের প্রাধান্য দিলেই সামাজিক ভাবে আমরা একঘরে হয়ে থাকবো এবং **"বৈদ্যরা কম্যুনাল"** আখ্যা থেকে কোনোদিন বেরোতে পারবে না বলেই আমার ধারনা। আর জাতি / ধর্মপ্রধান কোন সংগঠন আইনানুগ ভাবে আয়কর ছাড় অথবা অন্য কোন সরকারি সুবিধা পায় না বলেই বৈদ্যরা প্রাধান্য পেলেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক উন্নয়নকেই আমাদের পাথেয় করে চলতে হবে। এই পর্যন্ত আমরা যা আর্থিক অনুদান পেয়েছি, তার সিংহভাগই এসেছে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে, দুঃস্থ মানুষের সাহায্যার্থে। আর সেই ধারা বজায় রাখতে আমাদের সমাজসেবামূলক কাজ (যেমন – খাদ্য-বস্ত্র-পুস্তক প্রদান, হেলথ ক্যাম্প, চিকিৎসার জন্য অথবা দুঃস্থ কন্যার বিবাহে সাহায্য ইত্যাদি)কেই প্রাধান্য দিতে হবে।

সদস্যদের মধ্যে কেউ বা কারা যদি অন্য সদস্যদের প্রতি অশালীন ভাষার প্রয়োগ করেন, যা শ্রুতিমধুর নয় অথবা যা কুৎসিত অর্থ বহন করে বা সম্মানহানিকারক, সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বিধিসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে সত্বর সেই ব্যক্তি / ব্যক্তিগনের সদস্যপদ খারিজ করতে হবে। কার্যকরী সমিতির কোন সদস্য যদি কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ **বাঙালী বৈদ্য সমাজ যাদবপুর** এর বিরুদ্ধে জনসমক্ষে / সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রেও বিনা নোটিশে তার সদস্যপদ তৎক্ষণাৎ খারিজ করতে হবে।

বেশ কিছু সদস্য কলকাতা ও শহরতলির বাইরে থাকায় সকল এজিএম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অনলাইন (ইমেইল অথবা ওয়েবসাইটে) ভোটিং এর ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রস্তাবিত সকল বিষয়ে আপনাদের সকলের সম্মতি একান্ত কাম্য।

বাঙালি বৈদ্য সমাজ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত ১৭/০২/২০১৯

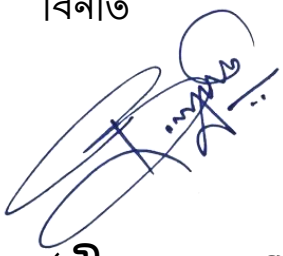

(**বীরেশ্বর দাশগুপ্ত**)

সাধারণ সম্পাদক

বাঙালি বৈদ্য সমাজ যাদবপুর